20 APR 2013

দৈনিক
ইনকিলাব

ইউজিসি'র পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগের পরিচালক

গড়ে তুলেছেন সম্পদের পাহাড় : তদন্ত করে ব্যবস্থাগ্রহণের অনুরোধ দুদকের ; কর্তৃপক্ষ নীরব

স্টাফ রিপোর্টার : বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগ পরিচালক মো. শামসুল আলম। অনুমতি ছাড়াই সরকারি গাড়ি ব্যবহার করছেন ব্যক্তিগত কাজে এবং অবৈধভাবে গড়ে তুলেছেন শত কোটি টাকার সম্পদের পাহাড়। আর এসব বিষয় জানার পরও কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি তার বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ নিয়ে তদন্ত শুরু করে দুর্নীতি দমন কমিশন। কমিশনের তদন্তে একই সাথে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। আর এই অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় শামসুল আলমের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছে দুদক। এছাড়াও তার বিরুদ্ধে বিনা অনুমতিতে সরকারি গাড়ি ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার ও অবৈধভাবে ১৫ কোটি টাকার মালিক হওয়ার অভিযোগও রয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, শামসুল আলম ইউজিসি'র বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগের পরিচালক। সরকারি চাকরি বিধিমালা অনুযায়ী সরকারি চাকরির পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কিন্তু তিনি নিয়মনীতি তোয়াক্কা না করে একই সাথে দুটি প্রতিষ্ঠানেই চাকরি করছেন। ইউজিসির পাশাপাশি রাজধানীর ধানমন্ডিতে মডার্ন ডায়াগনস্টিক সেন্টারে চাকরি করেন শামসুল আলম। সেখান থেকে তিনি প্রতি মাসে প্রায় ৫০ হাজার টাকা বেতন পেয়ে থাকেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে দুর্নীতি দমন কমিশন। তদন্তের পর তা প্রমাণিত হওয়ায় গত ৮ এপ্রিল দুদক সচিব মো. ফয়জুর রহমান চৌধুরী স্বাক্ষরিত বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সচিবকে শামসুল আলমের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য লিখিতভাবে অনুরোধ করেন। তার বিরুদ্ধে বিনা অনুমতিতে সরকারি গাড়ি ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার, অবৈধভাবে ১০০ কোটি টাকার মালিক হওয়ার অভিযোগ আনা হলেও তা দুদকে প্রমাণিত হয়নি। এছাড়া কমিশনের চেয়ারম্যানকে অসত্য ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে মালিকানার দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে নিয়মিত ফায়দা হাসিল, কোচিং স্টাইলে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা, ভাড়া করা শিক্ষক দিয়ে ক্যাম্পাস পরিচালনা, সনদ বিক্রি, ক্যাম্পাস ও শাখা বিক্রি, আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে শামসুল আলমের বিরুদ্ধে। অভিযোগটি তদন্ত করেন দুদকের উপ-সহকারী পরিচালক মো. মনিরুল ইসলাম। এ বিষয়ে জানার জন্য মো. শামসুল আলমের ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও তাকে পাওয়া যায়নি।